দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন চাই

দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা অন্যান্য আরো অনেক কিছুর মতোই মেডিকেল শিক্ষাও চলছে গতানুগতিকভাবে। বৃটিশ আমলে প্রণীত এই মেডিকেল শিক্ষা ব্যবস্থার হয়নি তেমন কোন পরিবর্তন। অথচ এরই মধ্যে ঘটেছে কত প্রযুক্তিগত পরিবর্তন, শিক্ষাদান পদ্ধতি হয়েছে কত আধুনিক। বিষয়গত পরিবর্তনও ঘটেছে উন্নত বিশ্বে, কিন্তু আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেছি। তাই শুধুমাত্র কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এইচএসসি পাস্ করার পর প্রায় পুরো ১টি বছর লেগে যায় মেডিকেল কলেজে ভর্তি হতে। ভর্তি হওয়ার ২ বছর পর প্রথম প্রফেসনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার কথা। অথচ গত দশ বছরের মধ্যে দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজে একটিই ২ বছরের ১ম প্রফেসনাল পরীক্ষা দিতে পারেনি। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলো দিয়েছে ২ বছর ৮ মাস পর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলো দিয়েছে ২ বছর ৮ মাস পর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে কলেজগুলো দিয়েছে ৩ বছর পর, ২য়, ৩য় ও ফাইনাল প্রফেসনাল পরীক্ষাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ১ বছর পর, অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য, কোন মেডিকেল কলেজেই ১৬ মাসের আগে কোন পরীক্ষা দিতে পারেনি। এর মধ্যে ব্যতিক্রম আছে। তবে সেটা খুবই নগণ্য। দেশের সেরা একটি মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মনেই করে ১৬ মাসের আগে কোন পরীক্ষাই দেয়া যায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে, একজন ছাত্র বা ছাত্রী এইচএসসি পাস করার পর তার মেডিকেল গ্রাজুয়েশন অর্জন করতে গেলে যায় সাত থেকে আট বছর অথচ বিশ্বের কোথাও এমন সময় লাগে না। আমাদের মেডিকেল গ্রাজুয়েশন অর্জনের সময়সীমা ৫ বছর, অথচ আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত ও পাকিস্তানে এই সময়সীমা ৪১/২ বছর, তারা কি আমাদের চেয়ে কম শিখছে? আমরাই বা কি এদের চেয়ে বেশী শিখছি?

আরেকটি বিষয়ের প্রতিও এখানে উল্লেখ না করলেই নয়। সেটি হল আমাদের মেডিকেল শিক্ষার বিষয়বস্তু। এখানে আমরা এমন অনেক বিষয় এত অধিক সময় ধরে শিখছি, যেগুলোর আদৌ তেমন কোন গুরুত্ব নেই এবং সেগুলোর জন্য এত সময় ব্যয় করারও কোন যৌক্তিকতা নেই। আবার এমন অনেক বিষয় পড়ছি, যেগুলোর ক্লিনিক্যাল গুরুত্ব অনেক বেশী। অথচ এগুলোকে এত গুরুত্বসহকারে পড়ছি না এবং সময়ও এগুলোর পিছনে যতটুকু ব্যয় করা প্রয়োজন ততটুকু ব্যয় করছি না। ১ম ও ২য় বর্ষে Behavioral science পড়ানো হয়। অথচ এ সময় এগুলোর জন্য কোন নম্বর নেই। আবার বিষয়টি পড়ানো উচিত Forensic medicine বিষয়টির সাথে।

৩য় ও ৪র্থ বর্ষে যথাক্রমে Forensic medicine এবং Community medicine পড়ানো হয়, সেগুলোকে আলাদা বিষয় হিসাবে পড়ানোর কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ এ বিষয়গুলো আবার Medicine-এ গিয়ে পড়তে হয়। অথচ Micesotriology মেট্রিকে আলাদা বিষয় হিসেবে পড়ানো উচিত, সেভাবে না পড়িয়ে Pathology-এর সাথে এক সাথে পড়ানো হয়। তাই আমি নিম্নোক্ত প্রস্তাবনাগুলো রাখছি। যাতে করে সংশ্লিষ্ট মহল এবং মেডিকেল স্টুডেন্টরা চিন্তা-ভাবনা করে তাদের সুনির্দিষ্ট মতামত পেশ করে এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করার জন্যে জনমত গঠনে এগিয়ে আসবেন:

১। মেডিকেল শিক্ষার সময়সীমা করা হোক ৪১/২ বছর, প্রথম ১১/২ বছর পর হবে ১ম প্রফেশনাল পরীক্ষা, দ্বিতীয় ১১/২ বছর পর হবে ২য় প্রফেশনাল পরীক্ষা এবং তৃতীয় ১১/২ বছর পর হবে ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষা। ১ম বর্ষ ফাইনাল বলে কোন পরীক্ষা থাকবে না।

২। ১ম প্রফেশনাল পরীক্ষা হবে। এনাটমী, ফিজিওলজী ও বায়োকেমিস্ট্রি এই ৩টি বিষয়ের উপর ২য় প্রফেশনাল পরীক্ষা হবে ফার্মাকোলজী, প্যাথলজি ও মাইক্রোবায়োলজী এই ৩টি বিষয়ের উপর, ফাইনাল প্রফেশনাল পরীক্ষা হবে মেডিসিন, সার্জারী ও গাইনোকোলজী ও অবসস্ট্রেট্রিকস এই ৩টি বিষয়ের উপর। Behavioral Science-কে Forensic medicine-এর সাথে যুক্ত করে Forensic medicine এবং Commentry medicine এই দু'টি বিষয়কে আলাদা বিষয় হিসেবে না পড়িয়ে Medicine-এর সাথে যুক্ত করা হউক।

৩। নির্ধারিত সময় নির্ধারিত বিষয়গুলো শেষ করার জন্য সিলেবাসের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে এইগুলোকে আরো বেশী Clinical opicated করতে হবে। শিক্ষাদান ও পরীক্ষা পদ্ধতিরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করতে হবে। সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে এবং প্রফেশনাল এই প্রতিষ্ঠানগুলোতে অন্ততঃ প্রয়োজনের খাতিরে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার মাধ্যমে দেশের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সঠিক সময়ে সঠিকভাবে দেশ ও জাতির সেবায় নিয়োজিত করার সুযোগ সৃষ্টি করা হোক।

—আবু নাছের,
ফাইনাল প্রফেশসনাল
এমবিবিএস পরীক্ষার্থী,
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের হার সামান্য। দেশের উন্নতির জন্য শিক্ষার হার এবং শিক্ষার মান বৃদ্ধি অপরিহার্য। শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য আমাদের দেশের শিক্ষা নীতি এমন সহজ-সরল হওয়া দরকার যাতে শিক্ষানুরাগী ছাত্র-ছাত্রীরা সহজ শর্তে শিক্ষা অর্জনের সুযোগ পায়। কোন কঠোর নিয়ম চালু থাকা ঠিক নয় যাতে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও প্রতিকূলতার জন্য কোন পরীক্ষার্থী কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য আমাদের দেশের অনেক ছেলে-মেয়েরা গ্রাম ছেড়ে বিভিন্ন জেলা শহরে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত থেকে এমন ধরনের ছাত্র-ছাত্রীরাই সাধারণতঃ প্রাইভেট পীরক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। নিজ জেলা শহরের কলেজেই যদি এইচএসসি (প্রাইভেট) পরীক্ষারয় অংশগ্হণের একমাত্র সুযোগ রাখা হয়; তবে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষের উচ্চতর পড়াশুনা করা মোটেই সম্ভব নয়। কারণ হয়তো কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীদের আয়ের দ্বারা ৮/১০ জন সদস্যবিশিষ্ট পরিবার পরিচালনা করতে হয়। হয়তো নিজ জেলা সদর ভিন্ন অন্য কোন শহরে কোন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। এমতো অবস্থায় উক্ত পরীক্ষার্থী যদি নিজ জেলা শহরে গিয়ে পরীক্ষা দিতে হয় তবে আর্থিক এমন ধরনের ক্ষতি হবে যার জন্য উক্ত পরীক্ষা না দেওয়াই ভালো। দেশ উন্নয়নের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রের কঠোর নিয়ম তথা জেলাভিত্তিক নিয়ম-পদ্ধতি সংশোধন করে ১৯৯৪ সনের অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি (প্রাইভেট) পরীক্ষায় সুবিধামত যে কোন শহরে পর্যায়ের কলেজে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর প্রতি জোর আবেদন জানাই।

—মোশাররফ হোসেন,
ঐক্যতান-৯২০, পশ্চিম পীর মহল্লা,
সিলেট।